بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১১ নভেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ নভেম্বর ২০১১-এর (১১ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

১৯৭৪ ইং সনে পাকিস্তানের সংসদে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করে আইন পাশের পর থেকেই আহমদীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে, স্বদেশে তাদের জীবন দুঃর্বিসহ করে তোলার অপচেষ্টা চলছে। স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হক স্বৈরাচারিতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সেই আইনকে কঠোরতর করেছে- এই বলে যে, আহমদীদের কোন গুরত্বই নেই; এদের বিরুদ্ধে আমরা আইন পাশ করেছি। তাদের আমরা আমাদের মধ্যে থেকে তথা (তাদের ধারণামতে) মুসলিম উম্মত থেকে বের করে দিয়েছি। (অবশ্য আহমদীদের তারা আহমদী নয় বরং কাদিয়ানী অথবা মির্যায়ী বলে থাকে)। তাদের বলেছি, তোমরা নিজেদেরকে অমুসলিম বলবে, কলেমা পাঠ করবে না, কাউকে আসসালামো আলাইকুম বলবে না। তোমরা এমন কিছু করবে না যাতে মুসলমান হওয়ার সামান্যতম হাবভাবও প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু তোমরা তারপরও বিরত হচ্ছ না! তোমরা সেই সকল কথা ও কাজ করছ যা একজন খাঁটি মুসলমানের হয়ে থাকে। তাই আমরা তোমাদেরকে হয়ত কারাগারে পাঠাব অথবা এই অর্ডিনেন্সের অবাধ্যতা করে, হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তোমাদেরকে ফাঁসীর তক্তায় ঝোলাবো এবং তোমাদেরকে ফাঁসী দেব। তোমাদের এতবড় দু:সাহস! সংখ্যায় তোমরা এত সল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হওয়ার দাবী করে সংখ্যাগরিষ্ট শ্রেণীর মনে আঘাত দিচ্ছ।

অতএব পাকিস্তানে আহমদীদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে এবং যে আইন চাপানো হচ্ছে এ হলো তার সারকথা। তারা সংখ্যা লঘুতার ঢোল পিটিয়ে আহমদীদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করার যে অপচেষ্টা করে আসছে এবং চেষ্টা করে চলেছে তা কোন নতুন ঘটনা নয়। ধর্মের ইতিহাসে এসব কিছুই হতে দেখা যায়। প্রত্যেক যুগের ফেরাউন নিজ যুগের নবী ও খোদা-প্রেমিকদের সাথে এমনই

আচরণ করেছে। কুরআন করিমে বর্ণিত এ বিষয়টি আজও বিরাজমান। ফেরাউন বলেছিল, إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (সূরা শো'আরা ৫৪-৫৫) অর্থাৎ ***এরা সংখ্যায় একটি তুচ্ছ দল, তারপরও আমাদেরকে রাগান্বিত ও উত্তেজিত করে।*** সুতরাং আমরা আহমদীরা যখন এই বিরোধীতা দেখি আমাদের ঈমান দৃঢ় হয় কেননা নবীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আজ অবশ্যই আমরা সংখ্যায় কম এবং জাগতিক দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখি না। আমাদের প্রতি তারা ক্ষেপাটে, একারণে নয় যে আমরা কোন পাপে লিপ্ত অথবা বড় কোন অপরাধ করছি বা আমরা কোন আইন লঙ্ঘন করে দেশের ক্ষতি সাধন করছি, আমরা আইন অমান্য করে জনগনের অধিকার খর্ব করছি বা একারণেও নয় যে আমরা সন্ত্রাস করছি বরং আমাদের দেখে তারা রাগান্বিত বা উত্তোজিত হওয়ার কারণ হলো, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সাথে ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করছি। আমরা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি। (তাদের দুঃখ হলো) আমরা কেন আল্লাহ্র বান্দাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছি না? কেন সেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছি না যা দেশে যুলুম, অত্যাচার ও বর্বরতার বাজার গরম করে রেখেছে?

সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের জবাব এটিই যে, আমরা এ যুগের ইমাম, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক, তাঁর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর মান্যকারী, যার পৃথিবীতে অবির্ভূত হয়ে তাঁর মনিব ও অনুসরনীয় নেতা (সা.)-এর সুন্নত বা আদর্শকে পুনঃপ্রবর্তন করে পৃথিবীতে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সুখ শান্তিও সৌহার্দ্য সৃষ্টির রীতি শিখানোর কথা ছিল।

সুতরাং যুগ ইমামের হাতে বয়আত করে আমরা যে এ সব কিছু করছি তা সত্যিকার অর্থে আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে স্বীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা মাত্র। আমরা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি। আমাদের মাঝে এ সাহসের সঞ্চার এবং মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আল্লাহ্র সেই বীর পুরুষ সৃষ্টি করেছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনঃজাগরনের জন্য এ যুগে প্রেরণ করেছেন। আমাদের জীবনের নিরাপত্তার চেয়ে ঈমানের নিরাপত্তাবিধানের সাহস মহানবী (সা.)-এর সেই প্রেমিক আমাদের দান করেছেন যিনি সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে ঈমানকে পুনঃরায় পৃথিবীতে এনেছেন। আমরা এসব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। আমরা ত্যাগের মর্ম বুঝেই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আমরা সেই ইমামকে মেনেছি যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা 'জরিউল্লাহে ফি হুলালিল আম্বিয়া' আখ্যা দিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্র বীর, নবীগণের পোষাকে) অর্থাৎ তিনি নবীগনের পোষাকে আল্লাহ্র রসূল। বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন "এ ওহীর অর্থ হলো, হযরত আদম (আ.) এর পর থেকে যত নবীরা (আ.) খোদার পক্ষ থেকে এ পৃথিবীতে এসেছেন, হোন না বনী ইসরাঈলী অথবা অইসরাঈলী, তাঁদের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী বা গুণাবলী হতে কিছু না কিছু এ অধমকে দান করা হয়েছে। এমন কোন নবী গত হন নি যাঁর গুণাবলী ও তাঁর বিশেষ ঘটনাবলীর কোন না কোন অংশ আমাকে দেয়া হয় নি। প্রত্যেক নবীর প্রকৃতির ছাপ আমার মধ্যে রয়েছে। আর এ বিষয়টি আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন।

অতএব তাঁকে যেহেতু সব নবীদের (গুণাবলী হতে) অংশ দেয়া হয়েছে তাই তাঁদের সাথে ঘটে যাওয়া বিরুদ্ধাচারণ মূলক ঘটনাসমূহ এবং তাঁদের যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তিনি (আ.) ও তাঁর জামাতের সাথেও ঘটার ছিল। তবে বিরুদ্ধাচারণ ও আইন প্রনয়ন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা এসব সংবাদের সাথে সেই বিজয়ের সুসংবাদ ও তিনি পেয়েছেন এবং সে সব সফলতারও সুসংবাদ লাভ করেছেন যা (অতীতের) নবীগণ পেয়েছিলেন; বরং এর চেয়ে বড় সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর একটি ইলহাম হলো "বুশরা লাকা ইয়া আহমদী" হে আমার আহমদ তুমি সুসংবাদ প্রাপ্ত হও।

সুতরাং এসব আইন, কঠোরতা ও নির্যাতন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের উন্নতিকে বাধা গ্রস্থ করতে পারবে না, যদিও বিরোধীতার কঠিন যুগ আমরা অতিবাহিত করছি। অনেক স্থানে অত্যাচার নির্যাতন অনেক বেশী চলছে কিন্তু পরিনামে বিজয়ের দ্বার উম্মোচিত হওয়ার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লাই তাঁকেই দিয়েছেন আর বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

তিনি তাঁর পুস্তিকা আসমানী ফয়সালায় লিখেন:

"খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন **"আনাল ফাত্তাহু আফতাহু লাকা তারা নাসরান আজীবান ওয়া ইউখিররুনা আলাল মাসাজিদে রাব্বানাগ ফিরলানা ইন্না কুন্না খাতেঈন"**। অর্থাৎ আমি বিজয় দান কারী, আমিই তোমাকে বিজয় দান করবো। তুমি এক বিস্ময়কর সাহায্য প্রতক্ষ্য করবে। আর অস্বিকারকারীদের মধ্য থেকে কতক যাদের অদৃষ্টে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া অবধারিত, তারা নিজেদের সিজদাস্থলে অবনত হবে এবং বলবে হে আমাদের প্রভূ, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর আমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলাম। তাঁর প্রতি আরেকটি ইলহাম হয়েছে 'লাকাল ফাত্হু ওয়া লাকাল গালবাতু' অর্থাৎ তোমার জন্য বিজয় অবধারিত এবং তোমার জন্য সফলতা। সুতরাং কতক জামাত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ কওে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালায়েশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে আইন করে জামাতের বিরুদ্ধে যে অপত্যৎপরতা চালানো হচ্ছে এর বিপরিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর চাইতে বড় সফলতা ও বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

আল্লাহ্ তালার কৃপায় যে ঈমানী সৎসাহস যুগের ইমাম আহমদীদের দান করেছেন সে কারণে তারা এই যুলুম ও নির্যাতনকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করে না। বস্তুবাদী কোন দল যদি হতো তাহলে এই নির্যাতনের কারণে কবেই না নির্যাতনকারীদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো বা মুনাফেকী এবং কপটতার আশ্রয় নিতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাত শুধুমাত্র নির্যাতনই সহ্য করছে না বরং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কেউ যদি বুদ্ধিমান হয়, ন্যায়নীতিজ্ঞান রাখে, তাহলে তার জন্য এই জামাত যে ঐশী জামাত এর প্রমাণ স্বরপ এই দলিলটিই যথেষ্ট আর যথেষ্ট হওয়া উচিত। আমি এখনই পড়ে শুনালাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা ইলামের মাধ্যমে জানিয়েছেন, এক সময় এমন আসবে যখন এদের মধ্য থেকে যারা এখন নাম সর্বস্ব মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে বা আইনের ভয়ে সত্যকে

চিনছে না, তারা সেজদায় নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে গর্ববোধ করবে। আর যারা নোংরা-প্রকৃতির তারা নিজেদের পরিণামকে এভাবে প্রত্যক্ষ করবে বা তারা জগতের জন্য এমনভাবে শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যেভাবে পূর্বের নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা ও সত্যের বিরোধীরা হয়েছিল। কুরআনে করীমের কয়েক স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের এক জায়গায় বলেন: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ *(মু'মিন আয়াত নং ২২-২৩)*

পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা প্রতক্ষ্য করার মানসে তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? (যদি করত তা হলে দেখতে পেতো) তারা এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাপের কারণে ধৃত করলেন। আল্লাহ্র হাত থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না। এর কারণ হলো, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করেছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৃত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম শক্তিশালী ও শাস্তি প্রদানে কঠোর।

আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে ইলহামসমূহের উল্লেখ করেছি এর কোনটিই তার নিছক দাবী ছিল না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে আছেন, আর আমাকে তিনি বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা প্রতি কোন কথা আরোপ করা অনেক বড় একটি বিষয়। এমন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন না যারা তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা বলে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আমরা প্রত্যক্ষ করছি ।এই বিষয়গুলো আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করছে যে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর যুগে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন, ভবিষ্যতেও এমনটি করতে থাকবেন আর আজও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রতে এমনই করছেন। আজও তথ্য ও উপাত্ত বিষয়টিকে সমর্থন করছে যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাহায্য সহযোগিতায় আমাদেরকে সিক্ত করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ যেভাবে এ আয়াত থেকে স্পষ্ট, নবীদের বিরোধীদের এবং ঐশী জামাতের উপর নির্যাতনকারীদেরকে খোদা তা'লা এক কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, অবশেষে একদিন অবশ্যই ধৃত করেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার ধৃত করার সময় আসে তখন কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা ও কোন সংখ্যাধিক্য কাজে আসে না। আজ আহমদীদের উপর বল প্রয়োগকারী ও আইন প্রনয়নকারী, ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেয়ার দাবিকারকগণের বা নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতরূপী তথাকথিত ক্যান্সারকে নিমূলকারীদের শক্তি অতি অল্পই যা আল্লাহ্ যখন বিনাশ করতে চাইবেন তাঁরা বুঝেও উঠতে পারবে না। যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি ধ্বংস করেছেন তারা অনেক সম্পদশালী ছিল। যারা আজ আমাদের উপর অত্যাচার করছে, তাদেও নিজস্ব সম্পদও নেই। দেশ চালানোর জন্য তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে ঋণের জন্য চেয়ে থাকে। অতএব, আমাদের শাসকশ্রেণী ও সর্বসাধারনের জন্যও এটি ভাবার বিষয়, যারা না বুঝে অন্যায় করে বা অত্যাচারের সমর্থন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত ব্যক্তিকে নিজেদের সব লেখা ও

সরকারী কাগজে গালমন্দ করে। বর্তমানে পাকিস্তানে কোন ডকুমেন্ট বানাতে হলে, কোন সনদ নিতে হলে, কোন কাজ করতে হলে, কোথাও ভর্তি হতে গেলে, এমন কোন কাগজ পাবেন না যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে অশালীন কিছু বিদ্যমান নেই। বলা হয়, যদি তুমি মুসলমান হও তবে এতে সাক্ষর কর। বাজার, অফিস বা পার্ক সমূহে জঘণ্য গালিতে ভরা পোষ্টার লাগিয়ে এসব লোকেরা অনেক বড় পাপ করছে। যারা এসব দেখে নির্বিকার , তারাও পরোক্ষভাবে গুনাহ্ করছে। হয়ত ভদ্রতা হারিয়ে গেছে বা খোদা তাআলার ওপর বিশ্বাস উঠে গেছে। অন্যায়ভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তারা এমন কাজ করছে যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা শত্রুদের সাথেও সুবিচার কর। যারা তোমাদের উপর নির্যাতন বা অন্যায় করেছে তাদের প্রতিও অন্যায় করো না; কিন্তু সে সব লোকদের কার্যকলাপ, সম্পূর্ণ উল্টো।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, মিথ্যা হলো শির্ক। আর শির্ক এমন এক নোংরামী ও পাপ যা আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন না। কিন্তু এদের নিজেদের অবস্থা কি? তাদের তাকওয়া, পূণ্য এবং আল্লাহ্ ও তার রসূলের নাম সমুন্নত করার স্বরূপ তো আমরা রোজই প্রত্যক্ষ করছি।

আমি আপনাদের সামনে একটি ঘটনা বলছি যদ্বারা এর প্রকৃত রুপ ফুটে উঠবে। কিছুদিন পূর্বে এক আহমদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এক হত্যা মামলায় তাকে জড়ানো হয়। যখন তাদের বলা হলো, বোঝানো হলো যে এটি বানোয়াট কথা, একি অন্যায় ও নির্যাতন করছ? তখন মৌলভীদের চাপের মুখে যারা বাদী হয়ে মামলা করেছে তারা বলে আমরা জানি সে নির্দোষ কিন্তু আমরা মামলা করেছি তার আহমদী হওয়ার কারণে। আজ যদি সে আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে গালি দেয়, তবে আমরা মামলা প্রত্যাহার করে নেব এবং জেল থেকে ছাড়ানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা করব। জেল থেকে বেরুলে তাকে মালা পরিয়ে বরন করব, স্বাগতম জানাবো। এই হচ্ছে এদের অবস্থা। এতসব সত্ত্বেও এরা খাঁটি মুসলমান হবার দাবীদার আর আহমদীগণ কাফের! মিথ্যা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই না।

হে আহমদী বিরোধীগণ! সেই খোদাকে ভয় কর যার সম্মুখে তোমাদের সম্পদ, তোমাদের গর্ব ও অহংকার, তোমাদের মসজিদের ইমামতি, তোমদের রাজনৈতিক দল সমূহ, তোমাদের রাষ্ট্র এবং তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কোন গুরুত্ব নেই। এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব সেটাই যা কুরআন করীম এ আয়াতে প্রদান করেছে, إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ ''নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা''। অত্যাচার এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে যে স্কুলের নিঃস্পাপ আহমদী বাচ্চাদের বলা হয়, তোমরা মির্যায়ী কাফের তাই স্কুলে থাকতে পারবে না। স্কুলে পড়ার একটাই রাস্তা, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে গালি দাও। যদি কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কোন প্রাইভেট স্কুলের মালিক ভদ্রতা দেখায় তবে তাকে বলা হয়, আহমদী বাচ্চারা এ স্কুলে পড়লে আমরা আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাব না এবং তোমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করব এবং স্কুল বন্ধ করিয়ে দেবো।

ভদ্র মানুষ যদি এসকল মৌলভী ও নৈরাজ্যবাদীদের কথা না মানে তাহলে তাদেরকেও পরিনতির ভয় দেখানো হয়। এতএব একধরণের বিশৃংখলা দেশে বিরাজ করছে আর ব্যবস্থাপকরা, রাজনীতিবিদগণ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ও অযোগ্যতার কারণে সেইসব মৌলভীদের হাতের ক্রিড়নকে পরিনত হয়েছে।

তাই যেভাবে আমি বলেছি, তা মৌলভী হোক বা সার্থপর রাজনীতিবিদ বা কোন সরকারী কর্মকর্তা হোক, যারাই এ অত্যাচারের সাথে জড়িত তাদের যেন স্মরণ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দানে কঠোর। এই কথা কেবল অতীতের কোন বিষয় নয় বরং জীবন্ত খোদার জীবন্ত হওয়ার এবং আজও সর্ব শক্তির আধার হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ।

তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতাকারী এবং বিরোধীতায় সকল সীমা লঙ্ঘনকারীদের স্মরণ থাকা উচিত যে সত্যকে অস্বীকার করে আর সে সত্যের অস্বীকার করে যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রসূল করীম (সা.) করে গেছেন এবং কুরআন করীমেও যার উল্লেখ রয়েছে যাকে অনেকেই আবেগের সাথে পড়ে থাকে বা পড়ার দাবী করে, তারা সেই লোকদেরই অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে যারা মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বা যাদের মন্দ পরিনাম পরবর্তী প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেছে বা আগত জাতীর জন্য যারা নিদর্শন হয়ে আছে।

এমন কোন অপরাধ আছে কি যা আজ তারা করছে না? অধিক পরিতাপের বিষয় হলো আহমদীদের উপর যে সকল নির্যাতন করা হচ্ছে তাতো হচ্ছেই, হেন কোন অপরাধ আছে কি যাতে আজ এরা লিপ্ত নয়? ঘুষ রয়েছে অন্য সকল ধরণের পাপ রয়েছে, নোংরামী, নৈতিক ব্যাধি, চুরি, ডাকাতি, হত্যা রাহাজানী এক কথায় সকল প্রকারের পাপ আজ আমাদের চোখে পড়ে।

সুতরাং এসব কি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেনা? হে উদাসীনরা! একটু ভাব। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতির প্রতি করুণা করুন, আমাদের এই দোয়াই থাকবে। সমস্ত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও উম্মতের প্রতি সহানুভূতির খাতিরে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির লক্ষে আজকে আহমদীদের উচিত নিজেদের সমুদয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগানো। চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি সব চেয়ে বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন আর যেখানে নিজেদের চেষ্টার কোন সুযোগ নেই, যেখানে আমাদের কথা শুনার জন্য কেউ প্রস্তুত নয়, যেখানে সালাম বললে মামলা ঠুকে দেয়া হয় সেখানে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উম্মতের সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। যেভাবে আমি বলেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে বিজয় দান করবেনই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাঁর নবীদের ও প্রেরীতদের বিজয় দান করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (সুরা মোজাহেদেলা ২২) অর্থাৎ ''আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলগণই বিজয়ী হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী''।

এ আয়াত থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, এই বিজয়ের সিদ্ধান্ত স্বয়ং খোদা তা'লার। আর বিজয়ের যে পন্থা খোদা তা'লা উল্লেখ করেছেন বা যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা হলো খোদা তা'লার সর্বশক্তিমান ও পরক্রমশালী। এই কথায় মোমেন এবং অস্বীকারকারী উভয় পক্ষের জন্য শিক্ষা রয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে এসম্পর্কে ভাব। মোমেনদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে সকল শক্তির আধার এবং পরাক্রমশালী আর তিনি এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, তিনি এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হবেন, সেখানে তোমরা নিজেদের দুর্বলতা এবং সংখ্যার স্বল্পতাকে দেখো না। এটি মনে করো না যে, আমাদের কোন গুরত্বই নেই। নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় কর। আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তোমরা বিজয় মাল্য লাভ করছ নাম মাত্র চেষ্টা করে । অতএব, তোমরা পূণ্যকর্ম করে যাও, ইবাদতের ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্ত হও যা তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। আর বিজয়ের ভাগী হও এবং বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ দাও যে তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখ কিন্তু স্মরণ রাখবে খোদা তা'লা মহা শক্তিধর এবং পরম পরাক্রমশালী। তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁর প্রিয়দের বিজয় দান করবেন। অতএব তোমাদের ষড়যন্ত্র, তোমাদের সকল অপকৌশল, নিষ্পাপ শিশুদেরকে বিরক্ত করার অপপ্রচেষ্টা, আহমদী চাকুরিজীবীদের কষ্ট দেয়ার হীনচেষ্টা, তোমাদের আহমদী ব্যবসায়ীদেরকে বিরক্ত করার দুর্ভিসন্ধি, তোমাদের পথচারী আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা মোকাদ্দমা করার অপপ্রয়াস আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্য নির্ধারিত বিজয়কে ঠেকাতে পারবে না। যদি এটি বান্দাদের কাজ হতো তবে নিঃস্বন্দেহে তোমাদের শক্তি কাজে আসতে পারতো কিন্তু এটি খোদা তা'লার কাজ এবং পরিশেষে খোদা তা'লার সিদ্ধান্তই বিজয়ী হয়। অতএব মহা শক্তিধর এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'লা যখন বলেছেন যে এ কাজ আমি করব, এক্ষত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ বা সংখ্যা লঘিষ্ঠ, সম্পদের আধিক্য বা সম্পদের অপ্রতুলতা, অথবা উপায় উপকরণের স্বল্পতা বা আধিক্য কোন অর্থ রাখেনা। বদর বা ওহদের যুদ্ধে অথবা যেকোন যুদ্ধে সম্পদের আধিক্য কোন ফলাফল বয়ে এনেছিল কি?। হ্যাঁ একটি বিষয় নিশ্চিত ছিল, আর তা হল, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, খোদা তা'লার নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও, খোদা তা'লার উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও খোদা তা'লার রসূলগণ নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী যৎসামান্য যাগতিক প্রচেষ্টা করেই থাকেন। কিন্তু তাঁদের মূল মনযোগ থাকে দোয়ার প্রতি আর এক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। বদরের যুদ্ধ আমাদেরকে এ মহান দৃশ্যই উপহার দিয়েছে। সর্বপ্রকার নিশ্চয়তা এবং প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর ব্যকুলতা এবং উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তাঁর দোয়া এবং ক্রন্দন এমন ছিল যে মনে হতো বার বার কেউ মূর্ছা যাচ্ছে। তাঁর বিগলিত চিত্তের ক্রন্দন ভরা দোয়া এমন পর্যায়ের ছিল যে বারবার কাধের চাদর পড়ে যাচ্ছিল। অতএব যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এবং আমার রসূল বিজয়ী হই, তাই আল্লাহ্ তা'লার রসূলও আল্লাহ্তে বিলীন হয়ে ঐশী সিদ্ধান্ত হতে অংশ পাওয়ার চেষ্টা করুন এবং অংশীদার হয়েও যান। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তরবিয়ত ও সুশিক্ষা সে সকল সাহাবা সৃষ্টি করেছিল যাদের দিনগুলো যুদ্ধে অতিবাহিত হত এবং রাতগুলো কাটতো ইবাদতে। যে যুদ্ধই মুসলমানগণ লড়েছেন, জাগতিক দিক থেকে যদি দেখেন তবে শত্রু ও বিরোধীদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই হয়না। কেবল আল্লাহ্ তা'লার

সম্পর্ক এবং ইবাদত তাদেরকে আল্লাহ্ এবং রাসূলের মাঝে বিলীন হওয়ার কল্যাণে বিজয়ের ভাগী করেছে। আমাদের এও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দিনের বেলা শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ এবং কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফরজ বা আবশ্যকীয় নামাযকে কখনো উপেক্ষা করেন নি। একটি সময় এমন এসেছে যখন শত্রুর ক্রমাগত আক্রমনের কারণে মুসলমানদের নামায পড়ার সুযোগই হয় নি এবং নামাযের সময় পেরিয়ে যায় যার ফলে কয়েক বেলার নামাজ একত্রে পড়তে হয়েছে। এতে মহানবী (সা.) এতটা মর্মাহত হন যে, তিনি (সা.) শত্রুদেরকে এই বলে অভিশাপ দেন, শত্রু নিপাত যাক, ধ্বংস হোক তারা যাদের কারণে আমাদের কয়েক বেলার নামাজ একত্রে পড়তে হয়েছে। কিন্তু কোন ধন বা জনসম্পদের ক্ষতির কারণে তিনি এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি বা শত্রুকে অভিশাপ দেন নি। কিন্তু এমন মূহুর্ত শুধু এজন্য এলো যে শত্রু তাঁদেরকে সময় মত ইবাদত করতে দেয়নি, খোদার সামনে ঝুকার সুযোগ দেয়নি; অথচ সর্বদা তাঁর হৃদয় খোদা তা'লার স্মরণে নিমগ্ন থাকত, তাঁর পবিত্র মূখ সর্বদা যিকরে এলাহীতে রত থাকতো। কিন্তু আবশ্যকীয় ইবাদতে বিপত্তি আসলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু খোদা তা'লার সাথে নিজ সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাঁর কৃপাবারি আকর্ষণের জন্য ইবাদতসমূহের প্রতি মনযোগ দেয়াও একান্ত আবশ্যক নতুবা আল্লাহর রসূলের জামাতভূক্ত বলে আখ্যায়িত হতে পারবেনা না। আল্লাহর রসূলের জামাতে তারাই অন্তর্ভূক্ত বলে সাব্যস্ত হবে যারা ইবাদতসমূহের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। সুতরাং যখন আমরা বিরোধীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হই তখন আমাদের এটিও স্মরণ রাখতে হবে, ঐশী প্রতিশ্রুতি সমূহের পরিপূরণস্থল হতে হলে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে কখনও উদাসিন হওয়া সমীচীন নয়। নবী ও রসূল বান্দা এবং খোদার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই এসে থাকেন মাত্র। আমরা যদি এই সম্পর্ক স্থাপন না করি তাহলে নবীর জামাত কিভাবে আখ্যায়িত হবো? সেই বিজয়ের ভাগী কিভাবে হবো যা নবী এবং তাঁর জামাতের জন্য অবধারিত? আর এটিই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনেরও উদ্দেশ্য। অতএব সর্বদা এটিকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার কিতাবুল বারিইয়্যাহ্ পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন, ***"প্রকৃত পক্ষে সেই খোদা অত্যন্ত প্রতাপশালী ও শক্তিধর খোদা যার প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে যারা ঝুকে বা বিনত হয় তারা কখনও বিনষ্ট হয় না। শত্রু বলে, আমি আমার ষড়যন্ত্রের বলে তাদের ধ্বংস করে দিব, দুর্ভিসন্ধিবাজ এই মন্দ আকাঙ্খা রাখে যে, আমি তাদের পিষ্ট করব। কিন্তু খোদা বলেন হে নির্বোধ! তুই কি আমার সাথে যুদ্ধ করবি আর আমার প্রিয়াভজনকে অপদস্ত করবি? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে তাই সংঘটিত হয় যা প্রথমে আকাশে নির্ধারিত হয় এবং পৃথিবীর কোন হাত আকাশে যতটুকু লম্বা করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক লম্বা হতে পারে না। অতএব যুলম নির্যাতনের ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত নির্বোধ যারা নিজেদের এমন ঘৃন্য ও নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের সময় সেই মহান সত্ত্বাকে মনে রাখে না যার ইশারা ছাড়া একটি পাতাও ঝরতে পারেনা। তাই তারা নিজেদের নোংরা আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সর্বদা বিফলমনোরথ ও লজ্জিত হয় আর এদের এহেন অপকর্মের কারণে পূণ্যবানদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। বরং খোদা তালার নিদর্শন প্রকাশিত হয় আর আল্লাহর সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তঃদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। সেই শক্তিশালী ও সর্ব শক্তির আধার খোদাকে যদিও এই চর্ম চোখে দেখা যায় না কিন্তু তিনি বিস্ময়কর সব নিদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বকে প্রকাশ করে দেন।"***

অতএব আমরা যদি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে এই মহা শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত খোদার সম্মুখে অবনত থাকি তাহলে শত্রুর কোন ষড়যন্ত্র, কোন হীন চেষ্টা, আল্লাহ্ চাহেনতো জামাতের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এউদ্দেশ্যে আমি কিছুদিন পূর্বে দোয়া, ইবাদত ও নফল রোযার বিশেষ তাহরীক করেছিলাম। এখন শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আহমদিয়াতের উপর যে আক্রমন করছে, দোয়াই হলো এর মোকাবেলার আমাদের সবচেয়ে মোক্ষম মাধ্যম। আহমদিয়াতের বিরোধিতা এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। এটি একদিকে এ বিষয়ের সাক্ষর বহন করে যে, আল্লাহ তা'লা বিজয়ের জন্য পূর্বের চেয়ে আপনরূপ বেশী প্রকাশ করতে চান এবং প্রকাশ করবেন ইনশাআল্লাহ। আবার আহমদী বিশ্বকেও সেখানে এদিকে মনযোগী হতে হবে যে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তর হতে হবে আমাদের ইবাদত। আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা পূর্বের তুলনায় অনেক দৃঢ় করতে হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন।

আরেকটি কথা বলতে চাই, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে 'বাদ গিয়ারাহ' (এগার'র পর)। আহমদীরা ব্যক্তিগত ভাবে এসম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করেন এবং আমাকেও লিখেন, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ) বলেছেন, আমি জানি না এগার দিন, এগার মাস নাকি এগার বছর। তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে আমার নির্দোষ হবার প্রমাণ প্রকাশিত হবে। আজ যেহেতু ১১ই নভেম্বর, আর নভেম্বর বছরের ১১তম মাস আবার ২০১১ সন; তাই আহমদীরা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন কথা ভাবছেন। যাইহোক যদি এই এগার-তে অর্থাৎ আজকের দিনে, এই মাস এবং এ বছরে কোন কিছু হওয়ার থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'লা তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত, অনেক ইলহাম যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে তা "বাগতাতান" (আকস্মিকতা) এর বৈশিষ্ট নিজের মাঝে রাখে। অর্থাৎ সব কিছুই হবে আকস্মিক ভাবে। আজকের এই তারিখ, দিন, মাস ও বছর হতে সেই দিনের সূচনা হওয়া অসম্ভব নয় যা ভবিতব্য। কিন্তু দূর্বল প্রকৃতির কিছু লোক অনেক সময় নিজেরাই ফলাফল নির্ধারণ করে নেয়। আর যেরূপ অনুমান করে সেরূপ না ঘটলে নৈরাশ্যের শিকার হয় অথবা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার মনোযোগে ভাটা পড়ে। নিরাশ হওয়া কখনো মু'মিনকে সাজেনা। বিজয় নিশ্চিত এবং এটি আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত, তা হবেই হবে বরং হচ্ছে। শত্রু এবং আহমদীয়াত বিরোধীদের বিরোধীতা এবং তারা যেভাবে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে এবং বসছে; তা ঐশী বিজয়েরই প্রমান বহণ করে। এ সুযোগে আমি এ কথাটিও বলে দিচ্ছি যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরতের সময়ের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে হিজরতের বিবরণ রয়েছে। হিজরতের চিন্তাভাবনা চলছিল সিদ্ধান্ত নেয়াটা অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল। যাইহোক, তিনি লিখেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো পড়ছিলাম, এমন সময় "এগার'র পর" এ ইলহামটি আমার চোখে পড়ে। আমি বুঝলাম, হিজরত করতে হবে এটা নিশ্চিত। পরিবহন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারিখ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ১১ তারিখের কথা ভাবা হচ্ছিল । অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল কিন্তু পুনরায় এতে বাঁধা আসল এবং যেদিন রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল সেদিনও বিপত্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল। বেলা দশটা বেজে গলে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব

বললেন, যে ব্যবস্থা ছিল এখন তো মনে হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এগার'র পর" ইলহামটি আমার মাথায় ছিল আর আমি ভাবছিলাম, হয়তো এগারটার পর কোন ব্যবস্থা হবে। আল্লাহ্ তা'লা আকস্মিক ভাবেই সব উপকরণ সৃষ্টি করলেন। সব কিছুই হল খুব আকস্মিক ভাবে এবং বেলা এগারটার পর সব ব্যবস্থা পূর্ণতা পেল। এটি হল কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে হিজরতের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এ ইলহামটি কয়েকস্থানে অন্যভাবেও পূর্ণ হয়েছে। এক স্বৈরশাসক, যে আহমদীয়াতকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, আহমদীয়াতকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর সরকারই সমূলে উৎপাটিত হয় আর তা হয় ঠিক এগার বছর পর। এমন আরো ঘটনা রয়েছে যেখানে এ ইলহামটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ও ইলহাম বার বার পূর্ণ হয়, তাই আমাদেরকে আরো বেশি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শনের প্রত্যাশা রাখতে হবে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখবেন, এ ইলহামের সাথে ফার্সী এ ইলহাম *بر مقام فلک شدہ یارب گرامید دیم مدار عجب* ও লিখা রয়েছে । হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার ফরিয়াদ ও আহাজারী এখন আকাশে পৌঁছে গিয়েছে, এখন যদি আমি তোমাকে কোন আশার বাণীও সুসংবাদ দেই তুমি আশ্চর্য হবেনা। এটি আমার রীতি ও ভালবাসার পরিপন্থি নয়; এগার'র পর ইনশা আল্লাহ্। তিনি বলেন এর অর্থ বুঝা যায় নি। অতএব, এখানে দোয়ার বিষয়টি পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। ফরিয়াদ ও আহাজারী আকাশে পৌঁছাতে হবে। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদেরকে দোয়ার প্রতি গভীর মনোযোগী হতে হবে। দোয়ার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হলো, আপনারা এমন ভাবে দোয়া করুন যেন ফরিয়াদ স্বরূপ তা আকাশে পৌঁছায় এবং আরশকে কাঁপিয়ে তুলে। আর আমরা যেন খুব সত্ত্বর বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ প্রত্যক্ষ করি এবং শত্রুদের মাথা অবনত হতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে পূর্বাপেক্ষা অধিক দোয়া করার সুযোগ দান করুন। (আমীন)

আজও আমি নামাযের পর দু'টি গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়াবো। একটি হলো আমাদের কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম চৌধুরী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব নাঙ্গলী'র। তার পিতার নাম জনাব দরইয়াম দ্বীন নাঙ্গলী সাহেব। ২৯শে অক্টোবর পড়ে গিয়ে তার কটিদেশের হাড় ভেঙ্গে যায়। হৃদ রোগ ছিল, চিকিৎসাও চলছিল তা সত্ত্বেও ৫ই নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত মোসলেহ মাওউদ (রা.) যখন কাদিয়ানে দরবেশ ব্রত অবলম্বনের তাহরীক করেন তখন তিনি ছোট ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ ডাকে সাড়া দেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছিলেন । এ ছাড়া কাদিয়ানে জামাতের অনেক অসমতল ভূমি তিনি ভরাট করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। তিনি একজন সহানুভূতিশীল, মেধাবী এবং নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। সৃষ্টির সেবায় তার যথেষ্ট একাগ্রতা ছিল। দুধ, বাগানের সবজি, ফল-মূল ও চাল-ডাল ইত্যাদি যেহেতু তার নিজ ঘরেরই ছিল তাই তিনি প্রতিদিন বিনামূল্যে বিভিন্ন ঘরে কিছু কিছু পাঠাতেন। কাদিয়ানের সালানা জলসায় আগত অতিথিদেরও যথেষ্ট সেবাযত্ন করতেন। তাদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাদ্য-পানীয়ের জন্য তিনি নিজেই সাধ্যাতীত খরচ করতেন। অত্যন্ত মিশুক,

গরীব-দরদী, ধৈর্যশীল, এবং নামায-রোযায় অভ্যস্ত একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। তিনি মূসী ছিলেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি চার ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে ডাক্তার মোহাম্মদ আরেফ সাহেব যিনি অফিসার জলসা সালানা এবং নায়েব নাযের বায়তুল মাল 'খরচ' ছিলেন, যিনি গত বছর পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সিরিয়ার শহীদ জনাব আহমদ ইউসুফুল খাবুরী সাহেবের। তিনি সিরিয়ার একজন আরব বন্ধু। বর্তমানে সেখানে যে অরাজকতা চলছে তার ফলশ্রুতিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঘটনা যে ভাবে ঘটে তাহলো, ৩১শে অক্টোবর আসরের সময় কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরছিলেন। যে রাস্তা তাঁর অতিক্রম করার কথা ছিল তা ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ, যেখানে বিভিন্ন সময় গুলাগুলি লেগেই থাকত। শহীদ মরহুম কানে খাট ছিলেন, কতক মানুষ তাকে এ দিক দিয়ে যেতে বারণ করেছিল কিন্তু মনে হয় কানে খাট হওয়ার কারণে কথা বুঝতে পারেননি আর সেদিকে দিয়ে চলে যান। যাওয়ার পথে তার মাথায় গুলি লাগে আর ঘঠনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাদীক্ষা ছিল সামান্য কেবল প্রাইমারী পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন। পরিশ্রম-মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর অবিবাহিত ছিলেন। দশ বৎসরেরও বেশী সময় পূর্বে তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন তবে তিনি বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন গত বৎসর নভেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পূর্বে। শহীদ মরহুমের এক ভাগ্নে জনাব ইউনুস সাহেব বর্ণনা করেন, মরহুম আমার সাথে জামাত সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালে আলোচনা করতেন, তার কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি তার পূর্বে বয়আত গ্রহণ করি আর তিনি একমাস পর বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুরূপভাবে মরহুমের বোন আর ভাগ্নিগণও তার তবলিগে বয়আত করেন। বয়আতের পূর্বে শহীদ মরহুম আলভী ফির্কার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যদিও তার উপর অত্যন্ত চাপ ছিল তথাপি তিনি অতি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে বয়আত করেন। জামাতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। মরহুম অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সহজ-সরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং অন্যের সেবার প্রেরণা ছিল প্রবল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার প্রতি ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন। এ দু'জনের গায়েবানা নামাজ জানাযা জুমুআর নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)